Department of bengali P.U

Subject – Bengali

M.A ,Sem- II C.C- 06

Teacher – Dr. Sagar Sarkar

Topic- বঙ্কিম ও বঙ্কিমোত্তর উপন্যাস

- কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস নায়ক চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো

অথবা

- কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

এই উপন্যাসে গোবিন্দলাল কেন্দ্রীয় চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে শিক্ষিত মার্জিত রুচি সম্মত গুনবান চরিত্র রূপে অঙ্কিত করেছেন। গোবিন্দলাল শুধু গুণবান ছিলেন না ছিলেন অত্যন্ত রুপবান । গোবিন্দলাল বিবাহিত , প্রেমিক দাম্পত্য জীবন তার অপরিমেয় সুখ ও শান্তিতে ভরা বালিকা বধূ উজ্জল গৌর বর্ণের অধিকারী না হলেও আপনি সিদ্ধান্ত প্রেমের প্রবাহ দিয়েছিল । তিনি ভ্রমরের সরলতা বালিকা স্বভবে তার প্রতি প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন কিন্তু গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত একজন লম্পট চরিত্র এবং নারী ঘাতক পরিনত হল। এই পরিণতি স্বাভাবিক হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়

গোবিন্দলালের সঙ্গে পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ বারুণী পঙ্করিণীর তীরে। দয়ার্দ্র হৃদয় গোবিন্দলাল দেখেছেন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ভাতৃ কন্যা রোহিণী জল নিতে এসে সোপানে বসে কাঁদছে। সহানুভুতির সঙ্গে তাকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ।সেই চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় সোপানে দন্ডায়মান চম্পক নির্মিত মূর্তিবৎ গোবিন্দ লালকে দেখে রোহিণী মুগ্ধ হলো। গোবিন্দলাল ও ভাস্কর মূর্তিবৎ অপূর্ব সুন্দরী যৌবনবতী রোহিনী কে দেখে মুগ্ধ হলো। গোবিন্দলাল বুঝতে পারেনি এই মুগ্ধতা ভবিষ্যতে কোন সর্বনাশের অতলে তাকে তলিয়ে দেবে। আসলে গোবিন্দলালের অন্তরে যে অতৃপ্ত রূপ তৃষ্ণা ছিল ভ্রমর তা মেটাতে পারেনি। তাই রোহিণীর সংস্পর্শে এসে তার মনের মধ্যে সেরূপ তৃষ্ণা চরিতার্থ করার এক প্রবল বাসনা জেগে উঠলো।

পর দুঃখ কাতর ফলে উইল চুরির জন্য কৃষ্ণকান্তের দন্ড থেকে রোহিনী কে বাঁচাতে চেয়েছিলো গোবিন্দলাল। কিন্তু রহিনি তার রূপের ফাঁদে গোবিন্দলাল কে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেললো যে অন্তঃপুরে নিভৃত আলাপের শেষে যখন বাড়ি ফিরল তখন সে বুঝে গেল গোবিন্দলালের হৃদয় কে সে অনেকখানি জয় করতে পেরেছে ।কারণ সেই দিন যে কলঙ্কে বন্ধনে রোহিনীর প্রথম সম্ভাষণ হইল।

কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিনীর প্রতি যতই আকৃষ্ট হোক না কেন তখনও পর্যন্ত নিজেকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাই রোহিণীর সঙ্গে তার যাতে আর দেখা না হয় সেজন্য তাকে দেশান্তরী হতে বলেছে একদিকে ভ্রমর অন্যদিকে রোহিনী এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে তার চিত্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে । অচেতন রোহিনীকে জল থেকে তুলে পালঙ্কের শোয়ানোর পর অনুশোচনার তার মন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে । এই সুন্দরীর আত্মঘাতের জন্য তিনি দায়ী- এ কথা মনে করে তার বুক ফেটেছে। তারপর আপ্রাণ চেষ্টায় তার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে।সেই রাতে রোহিনী যখন তার বঞ্চিত হৃদয়ের কামনাকে গোবিন্দলালের কাছে ব্যক্ত করে বাড়ি ফিরে গেছে তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আতঙ্কিত হয়েছে। সে নিদারুণ সঙ্কটের মুখে পড়েছে তার থেকে সে উদ্ধার পেতে চেয়েছে । সেই বিজন কক্ষের মধ্যে সহসা ভূপতিত হোয়ে রোদন করেছে। মাটিতে মুখ লুকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে– "হা নাথ! তুমি আমায় রক্ষা করো। তুমি বল না কাহা বলে আমি এই বিপদ হতে উদ্ধার পাইব। আমি মরিবো ভ্রমর মরিবে ।তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও- আমি তোমার বলে আত্ম জয় করিব"।

এই প্রার্থনার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই, সে সত্য সত্যিই আত্মজয় করতে চেয়েছে। রোহিনীর সান্নিধ্যে এড়াবার জন্য জমিদারি দেখবার আছিলায় বন্দর খালি যাত্রা করেছেন। একথা সত্য প্রথম বর্ষার মেঘ দর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখে নিয়েছে উঠেছিল। তার পূর্ণ যৌবন রূপ তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল। ভ্রমর থেকে সে তৃষ্ণা নিবারণ নিবারিত হয়নি। তবুও মনে মনে শপথ করলেন "মরিতে হয় মরিব তথাপি ভ্রমরের কাছে ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতজ্ঞ হইব না "।

এপর্যন্ত গোবিন্দ্র লালের চরিত্র প্রায় নিষ্কলুষ। তার চিত্তকে তখনো স্পর্শ করেনি। কিন্তু এরপরে ঘটনাচক্রে তাকে অতি দ্রুত সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কুৎসা রটনাকারী চাকরানীর দল ভ্রমরের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে ।তাকে বলেছে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত। শুধু তাই নয় গোবিন্দলাল তাকে সাত হাজার টাকার গগহনাও দিয়েছে। নানা জনের কাছ থেকে একথা শুনে ভ্রমরের একনিষ্ট পতি প্রেম ধাক্কা খেয়েছে। সেই গোবিন্দলাল কে রুর ভাষায় চিঠি লিখেছে। একই ডাকে ব্রহ্মানন্দের কাছে থেকে গবিন্দলাল চিঠি পেয়েছে । সে চিঠির বিষয় বস্তু ভ্রমর নাকি রটনা করেছে যে গোবিন্দ লাল রোহিনী কে সাত হাজার টাকা দিয়েছে । বিস্মিত গোবিন্দলাল কিছুই বুঝতে না পেরে দ্রুত বাড়ি ফিরেছে। আর গোবিন্দলাল ফিরেছে শুনে ভ্রমর অভিমানে পিত্রালয়ে যাত্রা করেছে।

এরপর থেকেই গোবিন্দলালের অধঃপতন শুরু হয়েছে। ভ্রমর পিত্রালয়ে গমন করেছে শুনে তার আত্মভিমান আঘাত লাগলো। তিনি ভাবলেন "এত অবিশ্বাস ?না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরে মুখ দেখবো না" ।

গোবিন্দ লাল ভ্রমর কে ভুলতে চাইল। আর ভ্রমরকে ভুলবার উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে রোহিনীর চিন্তায় মগ্ন হলো। রোহিনীর অলৌকিক রূপ প্রভা একদিনের জন্য গোবিন্দলালের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি । গোবিন্দলাল এতদিন জোর করে তাকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু ভ্রমরের অবর্তমানে স্ত্রী তার মনের মধ্যে আবার কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুলল তারপর একদিন বর্ষার রাতে উদ্যানবাটি গোবিন্দলাল অগ্নিশিখা গভীরভাবে প্রচলিত হলো।

প্রিয় ভাতুষ কন্যা গোবিন্দলালের অধঃপতন দেখে কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলাল কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের জননী কাশীবাসী হলেন। আর গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে প্রসাদপুর ভোগের জীবন শুরু করলো। কিন্তু রূপের নেশা একসময় কেটে গেল। ভোগে ক্লান্তি এলো। রোহিনী কে পেয়ে গোবিন্দলাল বুঝতে পারল রূপ তৃষ্ণা হলাহল তুল্য এতে সুখ নেই। তখন আবার তার মানসপটে ভেসে উঠলো ভ্রমরের স্মৃতি। নিশাকর তাকে ভ্রমরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । দ্বার রুদ্ধ করে দুই হাতে মুখ ঢেকে গোবিন্দলাল কাঁদতে আরম্ভ করল। কৃত অপরাধের জন্য তখন সে বৃশ্চিক দংশন জ্বালা অনুভব করেছে। সুতরাং কান্না ভিন্নতার কোনো উপায় ছিল না ।এক সরলমনা রূপহীনা বালিকার জন্য তার অনুশোচনা শুরু হলো। তার মনের যখন এই অবস্থা তখন রোহিনী সম্বন্ধে জেগে উঠল এক প্রবল সন্দেহ। সন্ধ্যার অন্ধকারে এক পর পুরুষের সঙ্গে নির্জন স্থানে সাক্ষাৎকার । যার জন্য রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য কলঙ্কহীন চরিত্র অত্যাজ্য ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। যার জন্য ভ্রমরের নাই অমৃতময় সাধবী নারীকে ত্যাগ করেছেন সে আজ অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত। গোবিন্দলাল স্থির থাকতে পারলেন না হাতের পিস্তল গর্জে উঠলো হলেন নারী ঘাতি।

তার চরিত্রের এই পরিণতির কোথাও অসঙ্গতি হয়নি।বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের সুক্ষ্ম মানুষ প্রতিক্রিয়াগুলোকে মনস্তত্ত্ব সম্মত করে অঙ্কন করেছেন। কেন রোহিণীকে হত্যা করতে তিনি বাধ্য হলেন তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। গোবিন্দলাল কে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল । ভ্রমরের মৃত্যুর পর মানসিক ধৈর্য হারিয়ে হারিয়ে তিনি উন্মাদ গ্রস্ত হয়েছেন । তারপর হয়েছিলেন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী । ভগবদ পদ পদ্মে মন স্থাপন করে তিনি শান্তি পেতে চেয়েছিলেন । সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণায় হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন । অনুতাপ জর্জরিত গোবিন্দলালের এই পরিণতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।